

যারা দীর্ঘদিন ধরে উইন্ডোজ ৭ বা উইন্ডোজের আগের ভার্সনগুলোর সাথে পরিচিত তাদের কাছে উইন্ডোজের সর্বশেষ ভার্সন উইন্ডোজ ৮-এ প্রথম দেখায়ই মনে হবে, এ ভার্সনে উইন্ডোজের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যেমন নতুন স্টার্ট স্ক্রিন, অ্যাপস, চার্মসসহ আরও অনেক আকর্ষণীয় ফিচার দিয়ে যেগুলো আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন। বস্তুত উইন্ডোজ ৮-এর বাহ্যিক চেহারা কারিগরি দিক থেকে তেমন খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং আপনার প্রোগ্রাম ও অ্যাপ্লিকেশন যদি উইন্ডোজ ৭-এ রান করতে সক্ষম হয়, তাহলে উইন্ডোজের সর্বশেষ ভার্সনের সাথে কম্প্যাটিবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে সবক্ষেত্রেই যে কম্প্যাটিবল হবে, এমন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। পুরনো কোনো অ্যাপ্লিকেশন রান করানোর ক্ষেত্রে যদি সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে উইন্ডোজ ৮ দিয়েছে কিছু টুল। এগুলো ব্যবহার করে আপনি স্বাভাবিক কাজ করার চেষ্টা করতে

করার জন্য। বিকল্প হিসেবে স্ক্রিনের উপরে ডান প্রান্তে মাউস পয়েন্টার নিয়ে Search Charm-এ ক্লিক করুন অথবা উইন্ডোজ কী চেপে Q প্রেস করুন। এরপর আবার প্রোগ্রামের নাম টাইপ করলে উইন্ডোজ ওই নামের সাথে যেগুলো ম্যাচ করে তার লিস্ট প্রদর্শন করবে।



অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে রান করা

আপনি একটি প্রোগ্রাম চালু করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু প্রোগ্রামটি চালু হলো না তাহলে কেমন হবে। উইন্ডোজের নতুন ভার্সনে এমনটি

উইন্ডোজ ৮ কম্প্যাটিবল ইস্যু এবং ফিক্সিং পিসি প্রবলেম

তাসনুভা মাহমুদ

পারেন। আর এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় এবার তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অপারেটিং সিস্টেম আপনাকে অনেক বিরক্তিকর বিষয় বোঝাতে, তাড়াতে এবং থামাতে সহায়তা করতে পারে। যেমন অপারেটিং সিস্টেম ক্র্যাশ করা বা এরর মেসেজ ডিসপ্লে করা। সবচেয়ে ভালো হয় নতুন ট্রাবলশুটিং টুলের সহায়তা নেয়া, যা রিস্টোর করতে পারে কিছু আন বুটবল উইন্ডোজ ৮ সমস্যা এবং এক ক্লিকেই পিসিকে আগের কার্যকর অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে।

প্রোগ্রাম খুঁজে বের করা

উইন্ডোজ ৮ ব্যবহারকারীরা প্রথমেই হোঁচট খাবেন উইন্ডোজের বহুল পরিচিত স্টার্ট বাটন দেখতে না পেয়ে। তাই উইন্ডোজ ৮-এ কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম চালাতে গিয়ে ব্যবহারকারীরা প্রথমেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন নির্দিষ্ট ওই প্রোগ্রাম খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে। যদি আপনি প্রোগ্রামের নাম জানেন, তাহলে রান বক্স থেকে তা রান করাতে সক্ষম হবেন ঠিক আগের মতো। উদাহরণস্বরূপ, নোটপ্যাড ব্যবহার করতে চাইলে উইন্ডোজ কী চেপে R চাপুন এবং Notepad টাইপ করে এন্টার চাপুন। নতুন সার্চ টুল অনেক শক্তিশালী। তাই Start স্ক্রিনে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশনের নাম টাইপ করলে উইন্ডোজ ৮ লিস্ট প্রদর্শন করবে, যাদের সাথে ম্যাচ করবে। এরপর সংশ্লিষ্ট টাইলে ক্লিক করুন প্রোগ্রাম লোড

প্রায় ঘটে থাকে। এমনটি প্রায় দেখা যায় লো-লেভেল প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে। লো-লেভেল প্রোগ্রাম যেমন সিকিউরিটি টুল সবচেয়ে অনুপযোগীভাবে রান করে যতক্ষণ পর্যন্ত না উইন্ডোজ ৮ সমর্থিত সুনির্দিষ্টভাবে আপডেট হচ্ছে। এজন্য ডেভেলপারের ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করে দেখতে পারেন। যদি প্রোগ্রাম কিছু জটিল কাজ কার্যকর করে, যেমন ব্যাকআপ টুল, তাহলে তা রান করানোর জন্য জোর খাটানো উচিত হবে না। যদি এরপর সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে ধরে নিতে পারেন ব্যাকআপ কাজ করেনি, যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি সমস্যাটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়, যেমন গেম, তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে এটি রান করানোর জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এটি প্রোগ্রামকে কিছু বাড়তি সিকিউরিটি দিবে। এতে কিছু বাজে সমস্যার সমাধান হতে পারে। এজন্য অ্যাপ্লিকেশনের স্টার্ট স্ক্রিন টাইলে বা ডেস্কটপ শর্টকাটে ডান ক্লিক করে 'Run as administrator' সিলেক্ট করে দেখুন কী ঘটে।



চিত্র-২

প্রোগ্রাম কম্প্যাটিবিলিটি ট্রাবলশুটার

এরপরও যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন চালু না হয় বা উইন্ডোজের এ ভার্সনে চালু হতে পারবে না এমন মেসেজ প্রদর্শন করে, তাহলে আরেকটি অপশন দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, যা Program Compatibility Troubleshooter হিসেবে পরিচিত। এজন্য Search টুল চালু করার জন্য Start স্ক্রিনে Control টাইপ করুন এবং Control Panel-এ ক্লিক করুন। এবার 'View By' লিস্টে Category সিলেক্ট করে Programs-এ ক্লিক করুন। এরপর 'Run Programs made for previous versions of windows' অপশনে ক্লিক করুন। এর ফলে ট্রাবলশুটার একটি কৌশলী উইজার্ড উপস্থিত করবে, যা আপনার অনেক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। এরপর Next-এ ক্লিক করলে সিস্টেমে ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশনের লিস্ট তৈরি করবে।

যদি ত্রুটিপূর্ণ প্রোগ্রাম লিস্টেড হয়, তাহলে তা সিলেক্ট করে নেস্টে ক্লিক করুন। এর ব্যতিক্রম হলে 'Not listed'-এ ক্লিক করে নেস্টে ক্লিক করুন। এরপর ব্রাউজ করে প্রোগ্রামের এক্সিকিউটেবল ফাইল নেভিগেট করুন। এক্ষেত্রে Program Files বা Program Files (x86) হলো অনুসন্ধানের ভালো স্থান। এরপর প্রোগ্রাম ফাইল হাইলাইট করে Ok-তে ক্লিক করুন কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য।



চিত্র-৩

প্রোগ্রাম টেস্ট করা

পরবর্তী স্ক্রিনে 'Try recommended settings'-এ ক্লিক করুন। এর ফলে Program Compatibility Troubleshooters টুল এমন এক অপশন বেছে নেবে, যা সম্ভবত প্রোগ্রামকে রান করাবে। এর ফলে কাজ হচ্ছে কিনা তা চেক করে দেখুন। এজন্য Test the Program অপশন চালু করার জন্য ক্লিক করুন। যদি প্রোগ্রাম চালু হয় এবং যথাযথভাবে রান করে তাহলে ধরে নিতে পারেন সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। ট্রাবলশুটার টুলে ফিরে আসুন এবং নেস্টে ক্লিক করুন। এরপর 'Save these settings for this program' সিলেক্ট করলে উইন্ডোজ ৮ আপনার অ্যাপ্লিকেশন চালু করবে বিশেষ সেটিংসহ। এখন আপনি এ প্রোগ্রাম স্টার্ট স্ক্রিন থেকে অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে কোনো সমস্যা ছাড়াই রান করাতে পারবেন। এরপরও যদি সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে ট্রাবলশুটার টুলে ফিরে গিয়ে নেস্টে ক্লিক করুন এবং 'try again using different settings' অপশনসহ চেষ্টা করতে পারেন সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য উইন্ডোজকে দিলে সহায়তা পাওয়ার আরও সুযোগ পাবেন।



চিত্র-৪

হার্ডওয়্যার ইস্যু সমাধান করা

কখনও কখনও কম্পিউটারিভিটি ইস্যু স্বতন্ত্র অ্যাপ্লিকেশন থ্রোথ্রামের চৌহদ্দি পেরিয়ে হার্ডওয়্যার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। যদি উইন্ডোজ ৮ নির্দিষ্ট কোনো ডিভাইসে কাজ করতে না পারে যেমন- গ্রাফিক্স কার্ড, নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার যাই হোক না কেনো, এতে পিসির পারফরম্যান্সের ওপর কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে, ক্র্যাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং অন্যান্য যেকোনো ধরনের বাজে আচরণ করতে পারে। যদি এমনটি সচরাচর ঘটে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে Device Manager নামের টুল আপনাকে সহায়তা দিতে পারবে। এজন্য স্টার্ট স্ক্রিনে Device-এ ক্লিক করে Settings→Device Manager-এ ক্লিক করুন এটি চালু করার জন্য অথবা উইন্ডোজ কী চেপে ধরে R টাইপ করুন। এরপর devmgmt.msc টাইপ করে এন্টার চাপুন। এর ফলে যদি পিসির সাথে যুক্ত হার্ডওয়্যারের দীর্ঘ লিস্ট দেখা যায়, তাহলে ধরে নিতে পারেন এখানে ড্রাইভার ইস্যুভিত্তিক কোনো সমস্যা নেই। তবে আপনি যদি একটি ডিভাইসে ট্রি সম্প্রসারিত অংশ দেখতে পান যেখানে হলুদ বর্ণের বিস্ময়কর চিহ্নসহ আইকন থাকে, তাহলে বুঝে নিতে হবে সমস্যাটি এই ডিভাইসে। এর জন্য দরকার আরও গবেষণা।



চিত্র-৫

ডিভাইস ম্যানেজার ইস্যু অনুসন্ধান করা

যদি আপনার পিসিতে কোনো সমস্যায়ুক্ত ডিভাইস থাকে, তাহলে তা হলুদ বর্ণের বিস্ময়কর চিহ্নসহ আইকন দিয়ে হাইলাইট হয়ে থাকবে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য এতে ডাবল ক্লিক করুন। সহায়তা খুঁজে পাওয়ার সেরা ক্ষেত্র হলো Device Status বক্স। উদাহরণস্বরূপ, উইন্ডোজ ৮ শুধু সমস্যা শনাক্ত করতেই পারে না (ডিভাইসে ড্রাইভার না থাকা) বরং কী করতে হবে তাও বলে দেয়। এজন্য update drive বাটনে ক্লিক করতে হবে। ডাউনলোড খুঁজে পাওয়ার জন্য নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ড্রাইভার ডাউনলোড ও ইনস্টল করতে হবে। এ কাজ শেষ হওয়ার পর পিসি রিস্টার্ট করে আবার ডিভাইস ম্যানেজার চেক করে দেখুন সমস্যা সমাধান হয়েছে কিনা। এমন অবস্থায় হলুদ আইকন আর দেখা যাবে না। যদি এরপরও কাজ না হয় অথবা উইন্ডোজ প্রয়োজনীয়

তেমন কিছু তথ্য যদি না দেয়, তাহলে ডিভাইস (পিসি) প্রস্তুতকারকের সাথে যোগাযোগ করুন।



চিত্র-৬

অ্যাকশন সেন্টার ব্যবহার করা

পিসি যেকোনো মুহূর্তে বিভিন্ন কারণে অস্বাভাবিক বা খারাপ আচরণ করতে পারে। মাইক্রোসফট এ ব্যাপারটি যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরে সহায়তা দেয়ার জন্য একটি ক্ষেত্র প্রদান করে, যেখানে কমপিউটারের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যার লিস্ট দেয়া থাকে, যা অ্যাকশন সেন্টার হিসেবে পরিচিত। এটি লোকেট করার জন্য স্টার্ট স্ক্রিনে action টাইপ করে Settings→Action Center-এ ক্লিক করুন। যদি আপনার কমপিউটারে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে একটি মেসেজ দেখতে পারবেন, যা 'Action center has detected one or more issues for you to review' এবং ক্লিক ডাউন করলে আরও তথ্য জানতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ Action center অভিযোগ করে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট এখনও সেটআপ করা হয়নি এবং উইন্ডোজ এখনও সক্রিয় নয়। উভয়ে লিস্টেড হবে প্রধান ইস্যু হিসেবে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি বাটন থাকে ক্লিক করার জন্য, যা সমস্যা রিসলভ করার জন্য প্রয়োজনীয় টুল লোড করবে।



চিত্র-৭

স্ক্রিন রেজুলেশন পরিবর্তন করা

উইন্ডোজ ৮-এর জন্য ডিসপ্লেকে ন্যূনতম ১০২৪×৭৬৮ পিক্সেলে সেট করা উচিত অ্যাপস রান করানোর জন্য এবং ১৩৬৩×৭৬৮ পিক্সেল অ্যাপস স্ল্যাপ করার জন্য (সাইড বাই সাইড রান করানোর জন্য)। এর নিচে কোনো কিছু ব্যবহার করা হলে যথাযথভাবে কাজ করবে না। যদি আপনি অ্যাপ স্টার্টআপ সমস্যায় ভোগেন, তাহলে উইন্ডোজ কী চেপে R চাপুন এবং Control টাইপ করে এন্টার চাপুন কন্ট্রোল প্যানেল চালু করার জন্য। এবার Appearance and Personalization, Adjust screens resolution-এ ক্লিক করুন। রেজুলেশন যাতে ন্যূনতম ১২২৪×৭৬৮ সেট করা থাকে তা নিশ্চিত করুন। এরপর Ok-তে ক্লিক করুন। সবশেষে উইন্ডোজ কী চেপে স্টার্ট স্ক্রিনে ফিরে আসুন। এর ফলে অ্যাপ যথাযথভাবে চালু হবে।



চিত্র-৮

ফাইন্ড এবং ফিক্স

যেহেতু পিসির কিছু সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। আবার কিছু সমস্যা সহজে সমাধান করা যায় না, কঠিন হওয়ার কারণে। সুতরাং কিভাবে উইন্ডোজ ট্রাবলশুটিং টুল খুঁজে পাওয়া যায় তা জানা খুবই জরুরি, বিশেষ করে যেগুলো সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। দু'ভাবে এ কাজটি করা সম্ভব। ধরুন, আপনি অডিও রেকর্ডিংয়ের সমস্যায় ভুগছেন। এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তা খুঁজে পেতে চাইলে উইন্ডোজ কী চেপে স্টার্ট স্ক্রিনে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড টাইপ করুন। ধরুন, record টাইপ করলেন। এর ফলে Search স্ক্রিন আবির্ভূত হবে। এরপর Settings-এ ক্লিক করলে অনুরূপ অনেক ওয়ার্ড খুঁজে পাওয়া যাবে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে Find and fix audio recording problems। এবার টাইপে ক্লিক করুন আরও সহায়তা পাওয়ার জন্য। লক্ষণীয়, Search একইভাবে সহায়তা করতে পারে প্রয়োজনীয় কিছু উইন্ডোজ টুল খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে। এজন্য সমস্যা সংশ্লিষ্ট কীওয়ার্ড টাইপ করুন।



চিত্র-৯

আরও কিছু ট্রাবলশুটিং টুল

প্রয়োজনীয় কিছু উইন্ডোজ ট্রাবলশুটার টুল লোকেট করার দ্বিতীয় উপায় হলো Control Panel অ্যাপলেট ভিউ করা, যেখানে যেগুলো সংগ্রহ করা হয়। উইন্ডোজ কী চেপে R চাপুন। এরপর Control টাইপ করে এন্টার চাপলে Control Panel চালু হবে। এবার View by list-এর Category বেছে নিন। এরপর System and Security-তে ক্লিক করে Troubleshoot common computer problems-এ ক্লিক করতে হবে। ইতোপূর্বে Troubleshoot audio recording টুল পাওয়া গেছে, যা শুধু স্টার্ট হয়। এখানে অবশ্য ট্রাবলশুট অডিও প্রোব্ল্যাক, ফিক্স উইন্ডোজ আপডেট প্রবলেমস, ইমফ্রভ পাওয়ার ইউজ বা এক্সটেন্ড ব্যাটারি লাইফ এবং আরও কিছু অপশন রয়েছে। এবার View All-এ ক্লিক করুন। ফলে উইন্ডোজ ৮-এর ট্রাবলশুটার টুল দেখা যাবে। এজন্য বেশ কিছু টুল রয়েছে, যার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে উইন্ডোজ মিডিয়া প্লয়ার পর্যন্ত সব সমস্যা সমাধান করা যায়।

বাকি অংশ ৭১ পৃষ্ঠায়

উইন্ডোজ ৮ কম্প্যাটিবল ইস্যু এবং ফিক্সিং পিসি প্রবলেম (৭৫ পৃষ্ঠার পর)



চিত্র-১০

সিস্টেম রিস্টোর ব্যবহার করা

সিস্টেম রিস্টোর উইন্ডোজের আরেকটি বিল্ট-ইন-টুল, যা করাষ্ট করা পিসি রিপেয়ার করতে পারে সিস্টেম রেজিস্ট্রিকে আগের ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে। তবে এটি কি সিস্টেমে অ্যানাবল? এটি খুঁজে পাওয়ার জন্য স্টার্ট স্ক্রিনে Restore টাইপ করে Settings টাইপ করুন। এরপর Create restore point-এ ক্লিক করুন।

এবার Protection Settings বক্সে সিস্টেম ড্রাইভ চেক করুন, যা চালু থাকা উচিত। আপনার রেজিস্ট্রি ড্যামেজ হয়ে গেছে এমন সন্দেহ যদি করেন, তাহলে System Restore-এ ক্লিক করুন আগের ভার্সন রিকোভার করার জন্য। ফলে উইন্ডোজ আবার কাজ করতে সক্ষম হবে। যদি এটি অফ থাকে, তাহলে সমস্যা হতে পারে। তাই সিস্টেম ড্রাইভে ক্লিক করুন। এরপর Configure-এ ক্লিক করে Turn on system protection সিলেক্ট করুন এবং Max usage ফিগারকে ডিস্ক স্পেসে সর্বোচ্চ মাত্রায় সেট করুন (ড্রাইভ স্পেস ২০ শতাংশ)। এরপর Ok-তে ক্লিক করলে সিস্টেম রিস্টোর আপনার সেটআপকে রক্ষা করবে।

উইন্ডোজ রিফ্রেশ করা

যদি ট্রাবলশুটিং প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন এবং পিসি ধীরগতি সম্পন্ন বা খারাপ আচরণ করতে থাকে, তাহলে সম্ভবত আপনাকে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে উইন্ডোজ ৮ রিইনস্টল করতে হতে পারে। এতে আপনার সব অ্যাপ্লিকেশন অপসারিত হবে, যেগুলো উইন্ডোজ অ্যাপ স্টোর থেকে ইনস্টল করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া অন্য



চিত্র-১১

সবগুলো। আপনার ডাউনলোড করা কোনো অ্যাপ যদি সমস্যার কারণ হয়, তাহলে উইন্ডোজ রি-ইনস্টল করলে সহায়তা পেতে পারেন। উইন্ডোজের কোর বা মূল ফাইল রিফ্রেশ করার মাধ্যমে অনেক সাধারণ সমস্যা সমাধান বা ফিক্স করা সম্ভব। এজন্য Settings বাটনে ক্লিক করে Change PC Settings বাটনে ক্লিক করুন। এবার স্ক্রল ডাউন করে Refresh your PC অপশনে গিয়ে Get Started ক্লিক করুন **ক্লিক**

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com